[12/2, 7:20 PM] Purnima Didi Bk: 10-12-17 TODAY'S M0RNING BENGALl AVYKT MURLI REVISE: 05-04-83 MADHUBAN

১০-১২-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" মধুবন রিভাইসঃ ০৫-০৪-৮৩ মধুবন

সর্ব বরদান তোমার জন্মসিদ্ধ অধিকার

বাপদাদা বাবা আর বাচ্চাদের মেলা দেখে পুলকিত হচ্ছেন l দ্বাপর থেকে যেসব মেলা বিশেষরূপে হয়, সেইসব কোনো না কোনো নদীর তীরে বা দেব মূর্তিকে উপলক্ষ্য করে পালিত হয় l একমাত্র শিবরাত্রি বাবার স্মরণে উদযাপিত হয় l যতই হোক, তারা তাঁর পরিচয় জানেনা l দ্বাপর যুগের মিলন মেলা ভক্ত এবং দেবী-দেবতাদের, কিন্তু এই মেলা মহানদী এবং সাগরতীরে বাবা আর বাচ্চাদের ! এইরকম মেলা সারা কল্পে আর কোনো সময়ে হয়না l মধুবনে তোমরা ডবল মেলা দেখতে পাও l এক তো হলো বাবা আর দাদার, সাগর আর মাহনদী; আরেক হলো বাপদাদা আর বাচ্চাদের মিলন মেলা l এই মেলার উৎসব তো তোমরা আগেই পালন করেছ, তাই না ! এই মেলা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে l একভাবে তোমরা সেবা করে চলেছ যাতে বৃদ্ধি হতে পারে l অতএব, বৃদ্ধিও হতে হবে আর মিলনোৎসবও পালিত হতে হবে l

বাবা আর দাদা নিজেদের মধ্যে মনখোলা ও অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা করছিলেন l ব্রহ্মা বললেন, ব্রাহ্মণদের সংখ্যা যজ্ঞ সমাপ্তি পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে l যেমনই হোক, সাকার দুনিয়ায় সাকার রূপে মিলনোৎসব পালনের বিধি পরিবর্তন তো হতে হবে, তাই না ? লোনে নেওয়া বস্তু আর একান্ত নিজের বস্তু, এই দুইয়ের মধ্যে তো ফারাক থাকেই l নিজের বস্তুকে যেমন ইচ্ছে কাজে লাগানো যায়, সেখানে অন্তিম জন্মের এই সাকার শরীর লোনে নেওয়া হয়েছে ! লোনে নেওয়া পুরানো বস্তুকে ব্যবহার করার বিধিও তো খেয়াল রাখতে হবে, তাই না ! শিববাবা মৃদু হেসে বলেন, বৃদ্ধি অনুসারে তিন সম্বন্ধে তিন রীতির বিধি পরিবর্তন হয়েই যাবে l সেটা কি হবে ?

বাবার রূপে (ওনার দিক থেকে) তোমাদের বিশেষ অধিকার হলো মিলনের বিশেষ টোলি আর শিক্ষকের রূপে মুরলী, সদগুরুর রূপে দৃষ্টির দ্বারা তোমায় ঊর্ধ্বে নিয়ে যাওয়া অর্থাৎ অব্যক্ত মিলনের রূহানী স্নেহের দৃষ্টি l এই বিধিতে যে বাচ্চারা এখনো পর্যন্ত আসতে বাকি তাদের জন্য সাদর অভ্যর্থনা আর মিলন মেলা চলতে থাকবে l সবার সঙ্কল্প, বরদান লাভ করার l বাপদাদা বলেন, তোমরা যখন বরদাতারই বাচ্চা তখন সব বরদানই তো তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার ! শুধু তো এখন নয়, জন্মাতেই বরদাতা বরদান দিয়ে দিয়েছেন l ভাগ্যবিধাতা ভাগ্যের অবিনাশী রেখা তোমাদের জন্মপত্রিকায় স্থির করে দিয়েছেন l লৌকিক জীবনেও তারা নাম সংস্কারের পূর্বে জন্মপত্রিকা বানিয়ে দেয় l ভাগ্যবিধাতা বরদাতা বাবা এবং ব্রহ্মা মা ব্রহ্মাকুমার বা ব্রহ্মাকুমারী নাম সংস্করণের আগে তোমাদের জন্ম মুহূর্তে সমস্ত বরদান এবং অবিনাশী ভাগ্যের রেখা টেনে তাঁরা তোমাদের জন্মপত্রিকা বানিয়েছিলেন l তোমরা তো সদাই বরদান প্রাপ্ত l স্মৃতি-স্বরূপ বাচ্চারা সদাসর্বদা সর্ব বরদান প্রাপ্ত l তোমরা স্মৃতিস্বরূপ বাচ্চা l কোনকিছুর অপ্রাপ্তি আছে যা এখনো তোমাদের প্রাপ্ত করতে হবে ? বাবা এবং দাদা এইরকমই মনখোলা অন্তরঙ্গ আলাপ আলোচনা করছিলেন l এই হল্ কেন বানানো হয়েছে ? যাতে তিন -চার হাজার ব্রাহ্মণ আসতে পারে l তাই এই মেলার খুব বৃদ্ধি হতে থাকবে ! বাবা যখন মুরলি পড়েন তিনি তোমাদের সাথে কথা বলেননা ? হ্যাঁ, বাবার নজর তোমাদের ওপরেই পড়বে, এই সব বিষয় তো পূর্ণ হয়েই যাবে l

এখন আবু পর্যন্ত লাইন লাগাতে হবে l এতটাই তো বৃদ্ধি হতে হবে, তাই না ! নাকি তোমরা ভাবো আমরা অল্পই ভালো ! সেবাধারী সদা তাদের নিজেদের সবকিছু ত্যাগ করে অন্যদের সেবায় আনন্দিত হয় l মাতারা তো সেবার অনুভাবী, তাই না ! তোমরা নিজেদের নিদ্রা ত্যাগ করেও বাচ্চাকে ক্রোড়ের দোলায় দোলাও l তোমাদের দ্বারা বৃদ্ধিতে যা প্রাপ্ত হবে তার ভাগ তো তাদেরও পেতে দেবে, তাই না ! আচ্ছা ! এইবার বাপদাদা ভারতের বাচ্চাদের অনুযোগ মিটিয়ে দিয়েছেন l লোন নেওয়া শরীর যতটা নিমিত্ত হতে পারে, বাবা ততোটাই সবার অনুযোগের উত্তর দিচ্ছেন l আচ্ছা !

যারা রূহানী স্নেহের এবং রূহানী মিলনের অনুভব করে, যারা জন্ম থেকে সব বরদানে সম্পন্ন, অবিনাশী, শ্রেষ্ঠ, ভাগ্যবান আত্মারা, যারা এইরকম সদা মহাত্যাগী, ত্যাগ দ্বারা সৌভাগ্য অর্জন করে এমন পদ্মাপদম ভাগ্যবান বাচ্চাদের, চতুর্দিকে স্নেহের জন্য তৃষ্ণার্ত বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ এবং নমস্কার l

১০-১২-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত-বাপদাদা" রিভাইসঃ ০৭-০৪-৮৩ মধুবন

মাতাদের প্রতি অব্যক্ত বাপদাদার মহাবাক্য

বিশেষ নিমিত্ত হওয়া ডবল সেবাধারী, স্নেহী মাতাদের বাপদাদা বিশেষ কিছু বাণী শোনাচ্ছেন l সুতরাং, সদা বাবার শিক্ষার উপহার তোমাদের সাথে রেখো l

সদা লৌকিকে থেকেও অলৌকিক হওয়ার স্মৃতি, সদা সেবাধারী হওয়ার স্মৃতি l সদা ট্রাস্টি হওয়ার স্মৃতি l সকলের প্রতি আত্মিক ভালোবাসায় কল্যাণের শুভ ভাবনা, তাদের শ্রেষ্ঠ বানায় l অন্য আত্মাদের যেমন সেবার ভাবনায় দেখ, বলো, একইভাবে তোমার লৌকিক পরিবারের নিমিত্ত আত্মাদের সাথেও সদা সামঞ্জস্য রেখে চলো l আমার সন্তান, আমার স্বামী, এদের কল্যাণ হোক - সকলের কল্যাণ হোক - হদের এই বুদ্ধিবৃত্তিতে এসোনা l যদি আমিত্ব ভাব থাকে তবে তাদেরকে আত্মিক দৃষ্টি, কল্যাণের দৃষ্টি দিতে পারবেনা l তোমাদের মেজরিটি বাপদাদার কাছে যে আশা রাখে তা' হলো, বাচ্চার পরিবর্তন হোক, স্বামী সহায়তা করুক , পরিবারের লোকজন সাথী হোক l কিন্তু সেই আত্মাদের শুধু আপন ভেবে এই আশা কেন রাখো ? হদের এই প্রাচীরের কারণে তোমার শুভ ভাবনা বা কল্যাণের শুভ ইচ্ছা সেই আত্মাদের কাছে পৌঁছায় না, এইজন্য সঙ্কল্প যদিও ভালো হয় কিন্তু বিধি যদি যথার্থ না হয় তবে রেজাল্ট কিভাবে বেরোবে, এই কারণে এই কমপ্লেন্ট চলতেই থাকে l সুতরাং সদা বেহদের আত্মিক দৃষ্টি এবং ভাই ভাই সম্বন্ধের মনোভাব দ্বারা যে কোনও আত্মার প্রতি শুভ ভাবনা রাখার ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হয়, সুতরাং পুরুষার্থে ক্লান্ত হয়োনা l এইরকম চিন্তা করে কখনো নিরুৎসাহ হয়োনা যে তুমি অনেক মেহনত করেছ কিন্তু এই ব্যক্তির তো পরিবর্তন হচ্ছেই না ! নিশ্চয়বুদ্ধি হও, আমিত্ব ভাবের সম্বন্ধ থেকে পৃথক অথচ প্রিয় হয়ে এগিয়ে চলো l কোনো কোনো আত্মাদের ঈশ্বরীয় সম্পদের অধিকার নেওয়ার জন্য ভক্তির হিসাব চুকাতে খানিক সময় লেগে যায় এইজন্য ধৈর্য ধরো, সাক্ষীদ্রষ্টার স্থিতিতে স্থিত হও, নিরাশ হয়োনা l আত্মাদের শান্তি আর শক্তির সহযোগ দিতে থাকো l এইরকম স্থিতিতে স্থিত থেকে লৌকিকে অলৌকিক ভাবনা রাখে, এমন ডবল সেবাধারী ট্রাস্টি বাচ্চাদের মহত্ব অনেক বড় l নিজের মহত্ব জানো l তাহলে দুটো বাণী কি তোমরা শুনবে ?

এক নষ্টমোহ এবং বেহদ সম্বন্ধের স্মৃতিস্বরূপ আর দ্বিতীয় হলো আমি বাবার এবং তিনি সদা আমার সাথী l বাবার সাথে সর্ব সম্বন্ধের কর্তব্য পালন করতে হবে l এটা তো তোমাদের স্মরণ থাকবে, তাই না ! ব্যস্ ! শুধু এই কথা দুটোই বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে l তোমরা সব শক্তিরা এবং পাণ্ডবরা এটাই ভেবো যে বাপদাদা এই কথা পার্সোনালি তোমাদের প্রত্যেককে বলছেন l তোমরা সবাই ভাবো, বাপদাদা পারসোনালি আমার জন্য কি বলেছিলেন ! সভাতে থাকতেই বাপদাদা সব প্রবৃত্তি মার্গের সবাইকে বিশেষভাবে পার্সোনালি বলছেন l পাবলিকের(সর্বসাধারণ) মধ্যেও প্রাইভেট কথা বলছেন l বুঝেছ তোমরা ? সব বাচ্চাদের পারস্পরিক ভালোবাসার থেকেও তিনি অধিক স্নেহ দেন l সেই কারণেই তো তোমরা আসো, তাই না ! সুতরাং তোমরা স্নেহ পেয়েছ, উপহারও পেয়েছ l এতেই তোমরা রিফ্রেশ হও, তাই তো ? ভালোবাসার সাগর সব স্নেহী আত্মাকে স্নেহের খনি দিচ্ছেন যা কখনো শেষই হবেনা l কিছু কি বাকি থেকে গেছে ! মিলন, কথন এবং গ্রহণ - এই সবই তোমরা চাও, তাই না ! আচ্ছা !

হদের সব সম্পর্ক থেকে পৃথক অথচ প্রিয়, সদা প্রভুপ্রেমের সুযোগ্য, নষ্টমোহা, বিশ্ব কল্যাণের স্মৃতিস্বরূপ, নিশ্চয় বুদ্ধি বিজয়ী, যেকোনো পরিস্থিতির উর্ধ্বে, এবং অচল থাকে এইরকম শ্রেষ্ঠ আত্মাদের প্রতি বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার l

আলাদা আলাদা গ্রুপের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকারঃ -

১) নিজেকে সদা বাবার সাথী অনুভব করো ? সর্বশক্তিমান বাবা যার সাথী তার সদা সর্বপ্রাপ্তি হয় l তার সামনে কোনো প্রকার মায়া আসতে পারেনা l সে মায়াকে বিদায় দিয়ে দেয় l মায়াকে কখনো আতিথেয়তা করনি তো ? যে মায়াকে বিদায় জানায়, বাপদাদা দ্বারা প্রতি পদে তার অভিনন্দনের প্রাপ্তি হয় l এখনও বিদায় না দিলে সংকটকালে বারংবার চিৎকার করতে হবে -কি করবো, কিভাবে করবো ! এইজন্য যারা বিদায় জানায় তারা সদাই বাপদাদার অভিনন্দন লাভ করে l তোমরা এমনই সৌভাগ্যবান আত্মা l প্রতি পদে বাবা তোমাদের সাথে তো অভিনন্দনও তোমাদেরই জন্যে l সদা এই স্মৃতি বজায় রাখো, স্বয়ং ভগবান আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন l যা তোমরা ভাবনি তাই তোমরা পেয়ে গেছ ! বাবাকে পেয়ে সবকিছু পাওয়া হয়ে গেছে l তোমরা সর্বপ্রাপ্তির প্রতিমূর্তি হয়েছ l নিরন্তর এই ভাগ্য স্মরণ করো l

২) তোমরা সবাই এক বাবার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে থাকো তো ? যেমন সাগরে তোমরা অবগাহন করো তেমনই বাবার স্নেহে সদা নিমগ্ন l যারা স্নেহে সদা নিমগ্ন হয়ে থাকে, দুনিয়ার কোনো বিষয়ে তারা অবগত থাকেনা l স্নেহে নিবিষ্ট হওয়ার কারণে সব বিষয়ের উর্ধ্বে হয়ে যায় l মেহনত করতে হয়না l ভক্তদের ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে, তারা তাদের ভক্তিতে আত্মহারা হয়ে থাকে, কিন্তু তোমরা বাচ্চারা সদা প্রেমে ডুবে থাকো l দুনিয়ার কোনো কিছুর স্মৃতি থাকেনা l আমার ঘর, আমার বাচ্চা, আমার জিনিস, এই আমার আমার বোধ শেষ হয়ে যায় l ব্যস্ ! শুধু যখন 'এক বাবা আমার' , এই বোধ জাগ্রত হয় তখনই সব 'আমার' সমাপ্ত হয়ে যায় l তাছাড়া, কোনকিছু 'আমার' এই বোধ তোমাকে মলিন করে তোলে, 'এক বাবা আমার' - এই ভাববোধে মলিনতা সমাপ্ত হয়ে যায় l

৩) সব বাচ্চাই বাবার অতি প্রিয় l তোমরা গরীব হও বা বিত্তবান, লেখাপড়া জানা হও বা লেখাপড়া না -জানা, সব শ্রেষ্ঠ থেকেও তোমরা শ্রেষ্ঠ l তোমরা সবাই পরস্পরের অধিক প্রিয় l বাবার কাছে সবাই বিশেষ আত্মা l কি বিশেষত্ব আছে তোমাদের সবার মধ্যে ? বাবাকে জানার বিশেষত্ব আছে তোমাদের, যা বড় বড় ঋষি মুনি জানতে পারেনা তা' তোমরা জেনেছ, পেয়েছ l বেচারা লোকেরা তো নেতি নেতি করে চলে গেছে ! তোমরা এখন সবকিছু জেনে গেছ l তাইতো বাপদাদা এইরকম বিশেষ আত্মাদের রোজ স্মরণের স্নেহ দেন l তিনি রোজ তোমাদের সাথে মিলিত হন l অমৃতবেলার সময়, বিশেষভাবে বাচ্চাদের জন্য l ভক্তদের লাইন শেষে, প্রথমে তোমরা অর্থাৎ বাচ্চাদের লাইন l যারা বিশেষ আত্মা তাদের সাথে মিলনের সময়ও তো বিশেষ হবে, তাই না ! সুতরাং , সদাসর্বদা নিজেদের এইরকম বিশেষ আত্মা বলে নিশ্চয় করো আর খুশিতে উড়তে থাকো l

৪) ব্রাহ্মণ বাচ্চারা তাদের অসুস্থতার চিকিৎসা নিজেরাই করতে পারে l খুশির পৌষ্টিকতা হল এমন ওষুধ যা সেকেন্ডে কাজ করে l যেমন তারা পাওয়ারফুল ইঞ্জেকশন দেয় আর তৎক্ষণাৎ চেঞ্জ আসে অর্থাৎ শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয় l এইরকম ব্রাহ্মণ নিজেই নিজেকে খুশির বড়ি দিয়ে দেয় বা খুশির ইঞ্জেকশন লাগায় l এই স্টক তো তোমাদের সবার কাছে আছে, তাই না ! নলেজের আধারে শরীরকে নির্দিষ্ট কর্ম করাতে হবে ! নলেজের লাইট এবং মাইট খুব সাহায্য করে l যে কোনো প্রকারের অসুখের আগমন মানে হল বুদ্ধির রেস্ট নেওয়ার সাধনের উপস্থিতি l সূক্ষ্মবতনে অব্যক্ত বাপদাদার আমন্ত্রণে তাঁর সাথে দুদিন অষ্টলীলা খেলতে পৌঁছে যাও। আর কোনও ডক্টরের প্রয়োজন হবেনা l যেমন শুরুতে সন্দেশীরা যেতেন, এক দু'দিন বতনেই থাকতেন l এইরকম কিছু যদি হয় তখন এইভাবে বতনে চলে এসো l বাপদাদা বতন থেকে তোমাদের ভ্রমণে নিয়ে যাবেন ভক্তদের কাছে, লন্ডন আমেরিকা ঘুরিয়ে দেবেন l তিনি তোমাদের বিশ্বভ্রমণে নিয়ে যাবেন l সুতরাং যখনই কোনো রোগের উৎপত্তি হবে শুধু মনে কোরো, বতন থেকে নিমন্ত্রণ এসেছে, কোনো রোগ নয় l

প্রশ্নঃ - সহজযোগী জীবনের বিশেষত্ব কি ?

উত্তরঃ- যোগী জীবন অর্থাৎ সদা সুখময় জীবন l যারা সহজযোগী তারা নিরন্তর সুখের দোলায় দুলতে থাকে l যখন সুখদাতা বাবাই নিজের হয়ে গেছেন তখন তো তোমাদের জীবনে শুধু সুখই সুখ, তাই না ! সুতরাং সুখের দোলায় দুলতে থাকো l সুখদাতা বাবাকে পেয়েছ, তোমাদের জীবনই সুখের হয়ে গেছে l তোমরা সুখের সংসার খুঁজে পেয়েছ, এটাই যোগী জীবনের বিশেষত্ব যাতে দুঃখের চিহ্নমাত্র নেই l

প্রশ্নঃ- বয়স্ক এবং লেখাপড়া না-জানা বাচ্চাদের কিসের আধারে সেবা করতে হবে ?

উত্তরঃ- তাদের অনুভবের আধারে l অনুভবের কাহিনী সবাইকে শোনাও l ঠিক যেমন দিদা বা ঠাকুমা বাচ্চাদের শোনায়, একইভাবে তুমিও তোমার অনুভবের কাহিনী শোনাও l তুমি কি খুঁজে পেয়েছ আর কি তুমি প্রাপ্ত করেছ এটাই শুধু শোনাতে হবে l এটাই সবচেয়ে বড় সেবা, যা সবাই করতে পারে l স্মরণ আর সেবায় তৎপর থাকো, এটাই বাবা সমান কর্তব্য l

বরদানঃ- ব্রাহ্মণ জন্মের বিশেষত্বকে ন্যাচারাল নেচার বানিয়ে সহজ পুরুষার্থী ভব

যখন কারও জন্ম রাজ পরিবারে হয় তখন সে তার স্মৃতিতে বারবার এটাই আনে আমি রাজকুমার বা আমি রাজকুমারী l হতে পারে তাদের রুচি অনুযায়ী তাদের কর্ম সাধারণই কিন্তু নিজের জন্মের বিশেষত্ব কখনও ভোলেনা l এইরকম ব্রাহ্মণ জন্মই বিশেষ জন্ম l সুতরাং জন্মও শ্রেষ্ঠ, ধর্মও শ্রেষ্ঠ এবং কর্মও শ্রেষ্ঠ l এমন শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিশেষত্বের জীবন স্মৃতিতে ন্যাচারাল থাকলে সহজ পুরুষার্থী হয়ে যাবে l বিশেষ জীবনে থাকা আত্মারা কখনও সাধারণ কর্ম করতে পারেনা l

স্লোগানঃ- ডবল লাইট থাকতে হলে বিঘ্ন-বিনাশক হও l